রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ ও পল্লি-পুনর্গঠন: একটি পর্যবেক্ষণ ও সংক্ষিপ্ত পুনর্মূল্যায়ন

"**রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ ও পল্লি-পুনর্গঠন: একটি পর্যবেক্ষণ ও সংক্ষিপ্ত পুনর্মূল্যায়ন**" গবেষণা সন্দর্ভটি মূলত রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদী চিন্তা ও তার অন্যতম প্রায়োগিক ক্ষেত্র পল্লি-পুনর্গঠনের ওপর ভিত্তি করে রচিত। চারটি উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে মোট পাঁচটি অধ্যায়ে সন্দর্ভটি লেখা হয়েছে। গবেষণার জন্য রবীন্দ্রনাথের নিদির্ষ্ট কতকগুলি নির্বাচিত প্রবন্ধকে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায় অর্থাৎ ভূমিকা অংশে রয়েছে গবেষণার পরিকল্পনা। অর্থাৎ নির্বাচিত প্রবন্ধ তালিকা, উদ্দেশ্য, অধ্যায় বিভাজন ও সমজাতীয় বিভিন্ন রচনার পর্যালোচনা। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন আবার বঙ্গভঙ্গের পরবর্তী কালে ১৯১০ সালে বিভিন্ন কারণে রাজনীতি থেকে সরে আসছেন তা আলোচিত হয়েছে। এই কালপর্বের মূল্যায়ন ও প্রাসঙ্গিকতাও আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে কীভাবে প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নিয়ে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে আশ্রম বিদ্যালয়ে এক নূতন শিক্ষা ধারা শুরুর মাধ্যমে দেশের উন্নতি করতে চাইছেন। এই প্রসঙ্গে আসে এই অধ্যায়ের প্রাসঙ্গিকতা। চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীনিকেতনের পল্লি-পুনর্গঠন ও বিশ্বভারতী কীভাবে এক নতুন দিক উন্মোচন করছে সেই কথা ও এই গুরুত্বপূর্ণ দুটি দিক আজকের দিনে কতখানি প্রাসঙ্গিক তা উল্লিখিত হয়েছে। শেষ অধ্যায়ে পর্যালোচনার বিষয়, জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে তাঁর সমস্ত অভিজ্ঞতাকে বিচার বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে মানবতাবাদের জয়গান গেয়েছেন। গবেষণায় রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে এসেছে রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী-র মতানৈক্যের বিষয়টিও। সর্বপরি রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ ও পল্লি-পুনর্গঠন বিষয়টি ভারতের স্বাধীনতার এতগুলি বছর পরও কতখানি প্রাসঙ্গিক সেই বিষয়টিকে নিয়েই আলোকপাত করা হয়েছে।

বিষয় সূচক শব্দ (Subject Keywords): রবীন্দ্রনাথ, জাতীয়তাবাদ, পল্লি-পুনর্গঠন, বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতন।